সবচেয়ে বড় গুনাহ
শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?

গবেষণা সিরিজ-২৮

প্রফেসর ডা: মো: মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭
E-mail: qrfbd2012@gmail.com
www.qrfbd.org
For online order: www. shop.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০৯
তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ২০১৯

কম্পিউটার কম্পোজ
QRF

মূল্য: ৭৪ **টাকা**

মুদ্রণ ও বাঁধাই

ক্রম.	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
১	আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ	০৫
২	চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা/প্রবাহচিত্র	২২
৫	মূল বিষয়	২৩
৬	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে Common sense	২৩
৭	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়	২৫
৮	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৫
৯	কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি	২৮
১০	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআন	৩০
১১	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫০
১২	সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস	৫১
১৩	সবচেয়ে বড় গুনাহগার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুরআনের যে পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন	৫৯
১৪	আল কুরআনের যে অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে হবে	৬২
১৫	শিরকের সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ ও বর্তমান বিশ্বে শিরক করার ব্যাপকতা	৬৫
১৬	শেষ কথা	৬৭

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

বর্তমান সময়ের প্রায় সকল মুসলিম ধারণা করেন যে- সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো শিরক করা। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী কথাটি সঠিক নয়। আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎসের ভিত্তিতে স্পষ্টভাবে ও অতিসহজে জানা যায়- সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকার পরও মুসলিমরা কিভাবে ইসলামের সবচেয়ে গুনুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি হারিয়ে ফেললো তা সকল মুসলিমের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। ছোটখাট কোনো ষড়যন্ত্রের কারণে এটি হয়নি তা সহজে বোঝা যায়। তথ্যটি হারিয়ে ফেলার কারণে কোন কোন কাজ শিরক তা অধিকাংশ মুসলিম জানে না। ফলে অধিকাংশ মুসলিম ঐ কাজগুলো করে শিরকের গুনাহে নিমজ্জিত হচ্ছে। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর দলিলের আলোকে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তা বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আশা করা যায় পুস্তিকাটি মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনের দিকে ব্যাপকভাবে এগিয়ে নিয়ে, বিশ্ব দরবারে তাদের হারানো স্থান ফিরে পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেনো এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেনো কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিলো। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড় বড় বই পড়ে বড় চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবখানি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন মাজীদ পড়ে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্যে যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার

দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো-

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, তা যারা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরেনা, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেননা (তাদের ছোটখাট গুনাহও মাফ করবেননা), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থ কিছু পাওয়া। ছোট ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড় ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড় কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন- তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোট ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করেনা বা মানুষকে জানায়না, তারা যেনো তাদের পেট আগুন দিয়ে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবেনা। অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবেনা। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেননা। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতখানি আমার মনে পড়লো-

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদঃ এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেনো কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা (না বলা) অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দূরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন- মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবেনা (বলা বন্ধ করবেনা) বা ঘুরিয়ে বলবেনা।

কুরআনের অন্য জায়গায় (আল-গাশিয়াহ/৮৮ : ২২, আন-নিসা/ ৪ : ৮০) আল্লাহ রাসূল (সা.)কে বলেছেন- পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবেনা। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবেনা, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখনিতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলোনা। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (সিহাহ সিত্তার প্রায় সব হাদীসসহ আরো অনেক

হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বইটি লেখা আরম্ভ করি ০১. ০৯. ২০০৮ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআনিআ (কুরআন নিয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এবং কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেনো এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেনো আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন-এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান
০১. ০৯. ২০০৮ খ্রীঃ

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে **ভুল** করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে **ভুল** করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Fi nal) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদ: আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো'** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (**ভুল** বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবসহা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও **ভুল** জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও **ভুল** জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবসহা নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও **ভুল** জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও **ভুল** জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর

দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা'য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

অনুবাদ: *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (সা.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি রসূল (সা.)-এর নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (সা.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম: আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (সা.) বললেন, নেকী হল সেটি যা দ্বারা তোমার **ছদর** স্বস্তি/প্রশান্তি লাভ করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **ছদরে** সন্দেহ/সংশয়/অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফতোয়া দেয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.) مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদীস) حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী-এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২২, পৃ. ৫৬৩।*

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ 'حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদঃ *ইমাম আহমদ (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আলা থেকে শুনে তাঁর হাদিস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense অবদমিত হয়। আর ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত হয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.) مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদিস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ওয়াবেসা বিন মা'বাদ আল-আসাদী'র হাদিস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।*

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের

কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি-পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense এর গুরুত্ব

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যাঃ যারা Common sense –কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদঃ আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদঃ তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে,

আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Devel opment al st eps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embr yol ogi cal devel opment) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ ... ...

অনুবাদঃ *ইমাম বুখারী (রহ.), আবু বাকরা (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বাকরা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (সা.) আমাদের খুৎবা দিলেন এবং বললেনঃ

... ... সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় **... ... ...**।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.),* كِتَابُ الحَجِّ *(হজ্জ অধ্যায়),* بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى *(মিনা দিবসে খুৎবা প্রদান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।*

হাদীস-২

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা

আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রী.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (রসূলুল্লাহ সা. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।*

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

অনুবাদ: শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো,

যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যাঃ দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে **'কিয়াস'** বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে **'ইজমা'** (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে '**কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)**' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

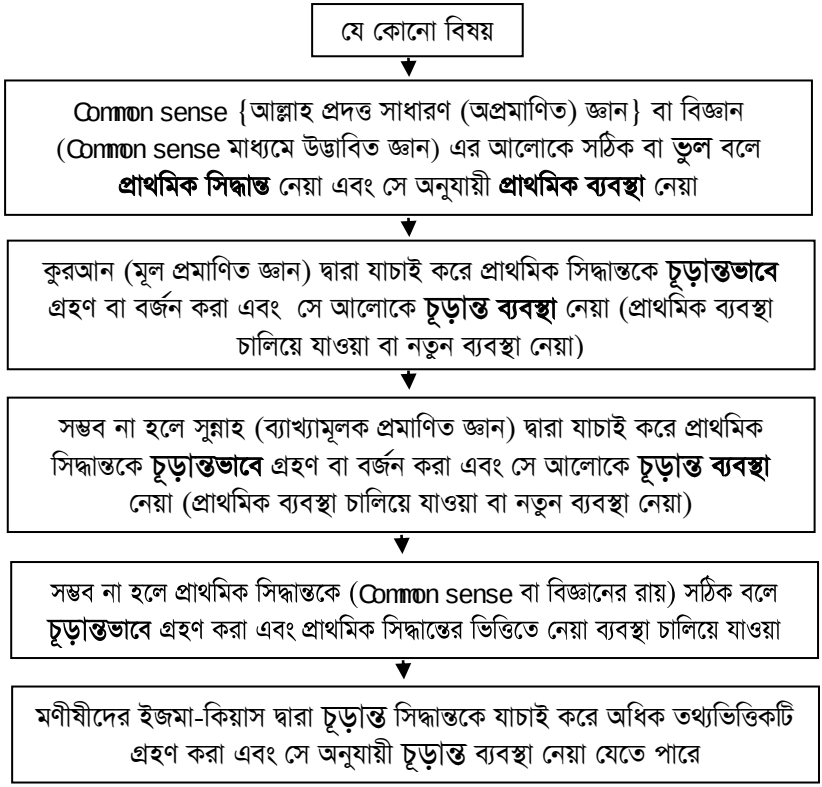

মূল বিষয়

একজন প্রকৃত মুসলিমকে সকল গুনাহ (অপরাধ) থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে তাকে সর্বপ্রথম চেষ্টা করতে হবে সবচেয়ে বড় গুনাহটি হতে মুক্ত থাকতে। আর সব থেকে বড় গুনাহটি হতে মুক্ত থাকতে চাইলে প্রথমে জানতে হবে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তবে তাদের প্রায় সকলে একবাক্যে উত্তর দিবেন 'শিরক করা'। অন্যদিকে যে সকল মুসলিম সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলো নিয়মিত বা অনিয়মিত পালন করেন তাদের অনেকে-

- কুরআন পড়তেই পারেন না
- যারা পড়তে পারেন তাদের অধিকাংশের পড়া সঠিক হয় না
- যাদের পড়া সহীহ হয় তাদের অধিকাংশের কুরআনের তেমন জ্ঞান নেই।

এখান থেকে বুঝা যায় ঐ সকল মুসলিম মনে করেন যে, উল্লিখিত আমলগুলো না করার গুনাহ কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহর চেয়ে অনেক বেশী।

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে, যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে এ কথা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বুঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে না কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে- কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা। অত:পর এ পর্যালোচনায় যে তথ্য বেরিয়ে আসবে তা জাতিকে জানানো। আর এর মাধ্যমে জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতের ভীষণ অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করে সফলতার দিকে ব্যাপকভাবে অগ্রসর করে দেয়া।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে Common sense

চিকিৎসক হলো সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করেন। কোনো মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন চিকিৎসকের জন্য সবচেয়ে বড় অপরাধ (গুনাহ) কোনটি হবে?-

১. টাইফয়েড রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
২. এপিন্ডিসাইটিস অপারেশনে ভুল করা
৩. হার্টের কোনো রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
৪. পিত্ত পাথরের অপারেশনে ভুল করা
৫. অন্য যে কোন একটি রোগের চিকিৎসায় ভুল করা
৬. সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন না করে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করা।

পৃথিবীর Common sense জাগ্রত থাকা সকল মানুষ একবাক্যে উত্তর দিবেন ৬ নং ধারার বিষয়টি। অর্থাৎ সকলেই বলবেন- একজন চিকিৎসকের সবচেয়ে বড় অপরাধ (গুনাহ) হবে সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন না করে চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রাকটিস করা। কারণ, যে চিকিৎসক সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেছে চিকিৎসা করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু-একটি ভুল তার অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে চিকিৎসক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে নির্ভুল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করেনি সে চিকিৎসা করতে গেলে অনেক ভুল করবে। ফলে তার সব রুগী মারা যাবে বা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাকেও রোগীর লোকেরা মেরে ফেলবে বা কঠিন শাস্তি দিবে।

মুসলিম হলো সেই ব্যক্তি যিনি ইসলাম প্রাকটিস করেন। এবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, উপরের উদাহরণের আলোকে নিম্নের বিষয়গুলোর মধ্যে একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় গুনাহ (অপরাধ) কোনটি হবে?-

১. সালাত কায়েম না করা
২. সিয়াম পালন না করা
৩. ঘুষ খাওয়া
৪. জিহাদ না করা
৫. মানুষ হত্যা করা
৬. শিরক করা

৭. ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে ইসলাম প্রাকটিস (পালন) করা
৮. অন্য যেকোনো একটি গুনাহের কাজ করা

পৃথিবীর Common sense জাগ্রত থাকা সকল মুসলিম ও মানুষ একবাক্যে উত্তর দিবেন যে, একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় গুনাহ (অপরাধ) হবে ৭ নং ধারার বিষয়টি। কারণ, ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো কুরআন। তাই, সরাসরি কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করা মুসলিমের ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করতে গিয়ে মানুষ হিসেবে দু'একটি গুনাহ (ভুল) অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যে মুসলিম কুরআনের জ্ঞান অর্জন না করে ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করবে সে শিরকসহ অনেক গুনাহ করে যেতেই থাকবে। আর এর ফলে সে নিজে যেমন ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে তেমনি সমাজেরও ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় যে- কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরক করার চেয়ে অনেক বড় গুনাহ হবে। অর্থাৎ ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়

২২ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী একটি বিষয়ে Common sense–এর রায় হলো বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে বলা যায়- ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী, এখন আমরা কুরআনের তথ্যের আলোকে যাচাই করে এ রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার চেষ্টা করবো। কুরআনে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তের পক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটি আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গণ্য হবে। আর কুরআনে যদি প্রাথমিক সিদ্ধান্তটির বিপক্ষে বক্তব্য পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে বর্জন করে কুরআনের বক্তব্যটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআনে যদি আলোচ্য বিষয়ে কোনো বক্তব্য না পাওয়া যায় তবে প্রাথমিক সিদ্ধান্তটিকে হাদীসের আলোকে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআনে উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

একটি বিষয় সম্পর্কে কুরআনে (ও সুন্নাহে) উপস্থিত থাকা তথ্য খুঁজে পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ একটি পূর্বশর্ত মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকার কারণে ইসলামের অনেক মূল বিষয়ে বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান থেকে বহু দূরে। তাই বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে কুরআনের সরাসরি বক্তব্য হলো-

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অনুবাদঃ প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে- মানুষের মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে সহজ একটি উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ের বিষয়টি। রোগের লক্ষণ (Symptoms & Signs) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগী দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা কোনো চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে ভালোভাবে শিখিয়ে দেয়া হয়। আর সকল চিকিৎসক তাদের প্রতিদিনের জীবনে তথ্যটির সত্যতার প্রমাণ বাস্তবে দেখে।

তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- একটি বিষয় সম্পর্কে সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) মানুষের চোখে ধরা পড়ে না। আর তাই, এ আয়াত অনুযায়ী- একটি বিষয় ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে Common sense-এ আগে থেকে ধারণা থাকা ঐ বিষয় ধারণকারী কুরআনের আয়াত (ও সুন্নাহ) খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন আসতে পারে কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা বা জ্ঞান মানুষের Common sense-এ আছে কী? না তা নেই। তবে প্রকৃত বিষয় হলো- Common sense নামক জ্ঞানের শক্তিটিতে আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহামের মাধ্যমে কিছু বুনিয়াদি (Basic) জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এ বুনিয়াদি জ্ঞান হলো সাধারণ নৈতিকতার বিষয়গুলো। যেমন- সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভালো, কারো ক্ষতি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া অন্যায় ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়। এ তথ্যটা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا .

অনুবাদঃ আর শপথ মানুষের মনের (অন্তর/Mind) এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি Common sense)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

অন্যদিকে Common sense–কে উৎকর্ষিত করা যায়। আর কিভাবে সেটি করা যায় তা আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ

অনুবাদঃ তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যাঃ মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার প্রকৃত শিক্ষা সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় হিসেবে দেশ ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে-

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা

- Discovery channel দেখা

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ... ...

অনুবাদঃ হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের **ভুল** ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (উৎকর্ষিত করে) দিবেন ... ... (আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ-সচেতন হওয়ার উপায়সমূহ হলো-

১. কুরআন, সুন্নাহ অধ্যয়ন করা
২. দেশ ভ্রমণ করা, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বই পড়া, Geographic ও Discovery channel দেখা ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা।

আয়াতখানি থেকে জানা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়ে জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ-সচেতন হতে পারলে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়। তাহলে এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়- উপরে উল্লিখিত উপায়সমূহের মাধ্যমে Common sense–কে যে যতো উৎকর্ষিত করতে পারবে সে ততো কুরআন (ও সুন্নাহ) ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে Common sense-এর তথ্য (ইসলামের প্রাথমিক রায়) আমাদের মাথায় আছে। তাই, এখন আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় গুনাহর সম্পর্কে কুরআনে (ও হাদীস) থাকা তথ্য খুঁজে পেতে সহজ হবে। কিন্তু একটি বিষয়ে কুরআনে থাকা দু'একটি তথ্য খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় জানা হয়ে গেলো বিষয়টি মোটেই এমন নয়। এ জন্যে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি জানা দরকার।

কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি

একটি বিষয়ে কুরআনের অনেক তথ্য জানা থাকলেও কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি জানা না থাকলে, ব্যক্তি বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনের **চুড়ান্ত** রায় বের করতে শতভাগ ব্যর্থ হবে। বিষয়টি ঠিক তদ্রূপ যেমন একজন সার্জারী চিকিৎসকের সার্জারীর অনেক তথ্য জানা আছে কিন্তু তার সার্জারীর মূলনীতি (Principle of surgery) জানা নেই। এ ধরনের সার্জনের করা সকল অপারেশন শতভাগ ব্যর্থ হবে। তাই কুরআন থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ অবশ্যই জানতে হবে।

কুরআনে থাকা তথ্য পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার নীতিমালা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সে নীতিমালা বর্তমান কালের মুসলিমরা হারিয়ে ফেলেছে। তাই, ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে তাদের জ্ঞান কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহু দূরে। কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে সে মূলনীতিসমূহ হলো-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন
৪. কুরআন বিরোধী হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না করা
৫. অতীন্দ্রীয় বিষয় ভিন্ন সত্য উদাহরণকে আল্লাহর নিকট থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেয়া
৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসূখ) হওয়া কোনো আয়াত নেই তথা কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে বিষয়টি মনে রাখা
৮. আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান।

অন্যদিকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন বা ব্যাখ্যা করার সাথে এ আটটি মূলনীতির মধ্যকার সম্পর্ক হলো-

সম্পর্ক-১

আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি কুরআন অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।

সম্পর্ক-২

আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞান অর্জন বা অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

সম্পর্ক-৩

আরবী ভাষা ও গ্রামারের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার **ভুল** থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৪

আরবী ভাষা ও গ্রামারের কিছু জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

সম্পর্ক-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে, বুঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভালো জ্ঞান আছে এবং অন্য ৭টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) বইটিতে।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে Common sense-এর তথ্য বা ইসলামের প্রাথমিক রায় এবং কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি এখন আমাদের মাথায় আছে। চলুন এখন সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে আল কুরআনে কি কি তথ্য আছে তা খোঁজা এবং সে তথ্য ব্যবহার করে **নির্ভুল** জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা অনুযায়ি বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের **চূড়ান্ত** রায় জানার চেষ্টা করা যাক।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ: নিশ্চয় শিরক অবশ্যই অতিবড় যুলুম।

(লুকমান/৩১: ১৩)

ব্যাখ্যা: শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের প্রায় সকলে সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতের এ অংশটুকুকে ঐ তথ্যের দলিল হিসেবে জানেন। তাই চলুন কুরআনের জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা অনুযায়ী এ আয়াতাংশ হতে ঐ তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা একটু বিস্তারিতভাবে জানা যাক।

সূরা লুকমানের ১৩ নং আয়াতের সম্পূর্ণ বক্তব্য হলো-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ.

অনুবাদ: আর যখন লুকমান উপদেশ হিসাবে তার পুত্রকে বলেছিলো- হে পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক করো না; নিশ্চয় শিরক অবশ্যই অতিবড় জুলুম (অতিবড় গুনাহ)।

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির দু'টি দিক পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত-

প্রথমত: আয়াতখানির তথ্যটি আল্লাহর সরাসরি বলা তথ্য বা আদেশ নয়। তথ্যটি হলো লোকমান (আ.) কর্তৃক তার ছেলেকে দেয়া একটি উপদেশ।

দ্বিতীয়ত: মহান আল্লাহ এখানে শিরককে অতিবড় গুনাহ বলেছেন। সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেননি। আর عَظِيمٌ শব্দটি অতিবড় বুঝাতে ব্যবহার হওয়ার কুরআনের অন্য অনেক উদাহরণের দু'টি হলো-

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ق وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ق سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيم.

অনুবাদ: যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে তা (আয়েশার ঘটনা)

ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার কোনো (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের নিকট ছিলোনা এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর নিকট তা ছিলো **অতিবড়** (عَظِيمٌ) বিষয়। আর যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেনো বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়; পবিত্রতা (মিথ্যা বা ভুল বলার দোষমুক্ততা) শুধু আপনার জন্য (হে আল্লাহ), এটা এক **অতিবড়** (عَظِيمٌ) অপবাদ।

(নূর / ২৪ : ১৫-১৬)

তাই এ আয়াতাংশ (লোকমান/৩১: ১৩) থেকে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ অথবা শিরককারী ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার ব্যক্তি বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু অবাক কাণ্ড হলো অধিকাংশ সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষিত মুসলিম এ আয়াতাংশের বক্তব্যকেই শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার দলিল হিসেবে জানে।

ইবলিস শয়তান আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট আয়াতের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করে মানব জাতিকে বিপথে নেবে এ তথ্যটি মহান আল্লাহ সুন্দরভাবে জানিয়ে দিয়েছেন মানুষকে দুনিয়ার পাঠানোর পূর্বে তাঁর শাহি দরবার ও জান্নাতে মঞ্চায়িত একটি জীবন্তিকার সংলাপের মাধ্যমে। মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেকগুলো মূল দিক মহান আল্লাহ পরিস্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে। জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে অবদান/ভূমিকা রেখেছেন- আল্লাহ তা'য়ালা, মানব জাতির পিতা- প্রথম মানুষ ও নবী আদম (আ.), মানব জাতির মাতা হাওয়া (আ.), আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারী ফেরেশতাকুল, সবচেয়ে বেশী ইবাদাতকারী জ্বিন এবং ইবলিস শয়তান। ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা কিভাবে আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট আয়াতের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবে জীবন্তিকাটির এ সম্পর্কিত সংলাপটি হলো-

আল্লাহ তা'য়ালার কথা-

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

অনুবাদ: আর আমরা বললাম- হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা

তৃপ্তিসহকারে খাও; তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(বাকারা/২ : ৩৫)

আল্লাহ তা'য়ালার আরো বলেন

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ.

অনুবাদ: অতঃপর আমরা বললাম, হে আদম! নিশ্চয় সে তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেনো কিছুতেই তোমাদের দু'জনকে জান্নাত হতে বের করে না দেয় তাহলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাবে। নিশ্চয় তুমি সেখানে (জান্নাতে) ক্ষুধার্ত ও বিবস্ত্র থাকবে না। আর নিশ্চয় সেখানে তুমি পিপাসার্ত থাকবে না এবং রোদেও ক্লান্ত হবেনা।

(ত্বাহা/২০ : ১১৭-১১৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা: জীবন্তিকাটির অন্য সংলাপ থেকে জানা যায়- আদমকে সিজদা না করার কারণে আল্লাহ তা'য়ালা ইবলিসকে অভিশপ্ত ঘোষণা দেন। অতঃপর এ ৪খানি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাতে বসবাস করতে দেন এবং সেখানে যা ইচ্ছা তা খেতে বলেন। তবে একটি গাছের ফল খাওয়া দূরের কথা, ধারে কাছেও যেতে নিষেধ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে এটিও বলে দেন যে- ইবলিস তাঁদের শত্রু । সে তাঁর আদেশ আমান্য করিয়ে তাদেরকে দুঃখ-কষ্টে ফেলানোর চেষ্টা করবে। তাই, ইবলিসের ব্যাপারে তাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। এরপরও ইবলিস তাদের ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল কিভাবে খাওয়ালো তা জানা যায় জীবন্তিকাটির সংলাপ থেকে এভাবে-

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

অনুবাদ: অতঃপর, তাদের লজ্জাস্থান যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো তা তাদের নিকট প্রকাশ করার (প্রকাশ করে কষ্টে ফেলার) জন্য, শয়তান ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে বললো- তোমরা দু'জনেই

ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা অমর হয়ে যাবে, তাই তোমাদের রব এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(আল আ' রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা: ইবলিস, আল্লাহ তা'য়ালার 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও; তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' মূলক স্পষ্ট বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে বললো- 'তোমরা দুজনেই ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা অমর হয়ে যাবে, তাই তোমাদের রব এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন'। আদম ও হাওয়া (আ.) ইবলিসের ষড়যন্ত্রের কাছে পরাজিত হয়ে ঐ গাছের ফল খেয়ে বসলো।

জীবন্তিকার এ সংলাপের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন- মানব জাতির ব্যাপারে ইসলিসের মূল ষড়যন্ত্র হবে, আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান ও আমল থেকে দূরে সরানো। আর এ কাজটি সে করবে দু'টি স্তরে-

১. আল্লাহর কথা তথা আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা
২. ঐ অপব্যাখ্যাকে কল্যাণ, নেকী বা সাওয়াবের লেবাস লাগিয়ে মানুষকে গ্রহণ করানো।

মানব জাতি পৃথিবীতে আসার পর থেকে, শয়তান উপরে উল্লিখিত দুই স্তরে ষড়যন্ত্র করে মানুষকে আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্য থেকে বিপথে নিয়ে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। আল কুরআনের উপরে উল্লিখিত সূরা লোকমানের ১৩নং আয়াতসহ আরো অনেক আয়াতের স্পষ্ট বক্তব্য থেকেও ইবলিস একই পদ্ধতিতে মুসলিমদের দূরে নিতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্য-২

সূরা লোকমানের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা যুলুম (**ظلم**) শব্দটির সাথে আজিম (**عظيم**) শব্দ জুড়ে দিয়ে শিরকের গুনাহর বড়ত্বের মাত্রা (অতিবড়) জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ যুলুম (**ظلم**) শব্দের সর্বোচ্চ মান (Superlative degree) (**اسم تفضيل**) হলো আযলামু (**اظلم**)। তাই, শব্দটির অর্থ হবে- সবচেয়ে বড় যালিম তথা সবচেয়ে

বড় গুনাহগার। এই আযলামু (اظلم) শব্দটি কুরআনের ১৬টি স্থানে ব্যবহার করা হয়েছে। ঐ ১৬টি স্থানের বক্তব্য হলো-

স্থান-১

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

অনুবাদ: সুতরাং তার চেয়ে অধিক বড় জালিম আর কে যে না জানার কারণে আল্লাহ (কুরআন) সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য?

(আন'আম/৬ : ১৪৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করার অর্থ হলো কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা। অন্যদিকে ইসলামে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। সে কথা কুরআন না জানার (জ্ঞান না থাকা) কারণে ভুল করে বলা হোক বা কুরআন জানার (জ্ঞান থাকা) পর ইচ্ছা করে বলা হোক।

এ আয়াতের সরাসরি বক্তব্য হলো- কুরআন না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে ভুল কথা রচনাকারী ব্যক্তি 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার'। আর আয়াতখানিতে, মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া, ঐ ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় গুনাহগার হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ বলে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

স্থান-২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন)
সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা (কথা ও কাজের মাধ্যমে) সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার নিকট তা পৌঁছে যাওয়ার পর?

(আনকাবুত/২৯ : ৬৮)

ব্যাখ্যা: কুরাআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা যেতে পারে কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে ভুল করে বা কুরআনের জ্ঞান থাকার পর ইচ্ছা করে। আর কুরআনের আয়াত নিজের নিকট পৌঁছার পর তাকে মিথ্যা বলার অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা। তাই, এ আয়াতে-

- প্রথমত কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে
- দ্বিতীয়ত কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

এ দু'ধরনের ব্যক্তি কেন 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হবে তা এখানে সরাসরিভাবে বলা হয়নি। কিন্তু সহজে বুঝা যায়- কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে ভুল কথা বলা বা লেখা, মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়। তাই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়াই হলো এ দু'ধরনের ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' হিসেবে গণ্য হওয়ার কারণ। স্থান-১ এর আয়াতখানিতে কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে যারা কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাদের সম্বন্ধে এ কথাটি সরাসরিভাবে বলা হয়েছে।

স্থান-৩

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ

অনুবাদ: তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা বলে (রচনা করে) এবং সত্যকে (কুরআনকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার নিকট তা পৌঁছে যাওয়ার পর?

(যুমার/৩৯ : ৩২)

ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো কুরআনের জ্ঞান থাকা অবস্থা। তাহলে প্রথম অবস্থাটি হবে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্থা। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা এবং জ্ঞান থাকা উভয় অবস্থায় কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা বলা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে। তবে জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থান-৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে?

(আন'আম/৬ : ২১)

ব্যাখ্যা: এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা এবং কুরআনের আয়াতকে কথা বা কাজের মাধ্যমে মিথ্যা বলা ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-৫

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অনুবাদ: তাহলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ?

(আ'রাফ/৭:৩৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্য ৩নং স্থানের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৬

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ

অনুবাদ: তাহলে তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তার আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ?

(ইউনুস/১০ : ১৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্যও ৩নং স্থানের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৭

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে?

(হুদ/১১ : ১৮)

ব্যাখ্যা: এখানে শুধুমাত্র কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে। তবে কুরআনের জ্ঞান না থাকা অবস্থায় বা থাকা অবস্থায় ঐ ধরনের আচরণ করা ব্যক্তি 'সবচেয়ে বড় যালিম' হিসেবে গণ্য হবে তা সরাসরিভাবে এখানে বলা হয়নি।

স্থান-৮

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.

অনুবাদ: তাহলে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে?

(কাহাফ/১৮ : ১৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির বক্তব্য ৭নং স্থানের আয়াতখানির বক্তব্যের অনুরূপ।

স্থান-৯

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ (কুরআন) সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে- আমার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয় অথচ তার প্রতি কোনো ওহী অবতীর্ণ করা হয়নি এবং যে বলে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন আমিও তার অনুরূপ অবতীর্ণ করবো?

(আন'আম/৬ : ৯৩)

ব্যাখ্যা: এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা, কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনাকারী ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১০

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহ সম্পর্কে (কুরআন সম্পর্কে) মিথ্যা রচনা করে অথচ তাকে ডাকা হচ্ছে ইসলামের দিকে?

(আস্-সাফ/৬১ : ৭)

ব্যাখ্যা: এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকা বা না থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১১

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۚ

অনুবাদ: অতঃপর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে?

(আন'আম/৬: ১৫৭)

ব্যাখ্যা: এখানে কুরআনের জ্ঞান না থাকা বা থাকা কোনো অবস্থার কথা উল্লেখ না করে কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা এবং আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১২

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে যাকে তার প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয়?

(সাজদা/৩২ : ২২)

ব্যাখ্যা: কুরআনের আয়াত দ্বারা উপদেশ দেয়া ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা এবং আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১৩

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۚ

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে যাকে তার রবের আয়াতসমূহ (কুরআনের আয়াত) দ্বারা উপদেশ দেয়ার পর সে

তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার দু'হাত যা অগ্রে পাঠিয়েছে তা (কৃতকর্মসমূহ) ভুলে যায়?

(কাহাফ/১৮ : ৫৭)

ব্যাখ্যা: এখানেও কুরআনের জ্ঞান থাকার পর আয়াতের বক্তব্য থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে।

স্থান-১৪

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ

অর্থ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে আসা সাক্ষ্য গোপন করে?

(বাকারা /২ : ১৪০)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান থাকার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের তথ্য জানা থাকা কিন্তু মানুষকে তা না জানানো। তাই এখানে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের পর তা মানুষকে না জানানো ব্যক্তিকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে। কুরআনের তথ্য না জানতে পারলে মানুষ ভুল পথে চলে যাবে। তাই কুরআনের তথ্য জানার পর তা গোপন করার অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থাকার পর মানুষকে ভুল পথে চলে যেতে সহায়তা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটি কুরআনের জ্ঞান থাকার পর কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান-১৫

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ

অনুবাদ: আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর ঘরে তার নাম স্মরণ করতে বাঁধা দেয় এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়?

(বাকারা/২ : ১১৪)

ব্যাখ্যা: মসজিদের প্রধান কাজ হলো সালাত আদায় করা। আর সালাতের প্রধান বিষয় হলো পুন: পুন: তেলাওয়াত করার (রিভিশন দেয়া) মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে (Theoritically) এবং সালাতের অনুষ্ঠান করা থেকে বাস্তব কাজের মাধ্যমে (Practically) কুরআনের বক্তব্য স্মরণ রাখা। তাই মসজিদে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়া এবং সেগুলো ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালানোর প্রধান অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞান থেকে দুরে সরানোর চেষ্টার মাধ্যমে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। তাই ফলাফলের দিক থেকে এ কাজটিও কুরআন সম্পর্কে ভুল রচনা করা বা মিথ্যা বলার সমতুল্য কাজ।

স্থান-১৬

وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ.

অনুবাদ: আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (ধ্বংস করেছি); তারা ছিল আরো বড় যালিম ও অবাধ্য।

(নজম/৫৩ : ৫২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আযলামু (**اظلم**) শব্দটি দ্বারা অন্য অনেক নবীর সম্প্রদায়ের তুলনায় নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় অধিকতর বড় যালিম ছিল- এটি বুঝানো হয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষা: উপরোক্ত **১৬** টি অবস্থানে থাকা **১৬** খানি আয়াত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে- **১**টি স্থানে আযলামু (**اظلم**) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নূহ (আ.) এর সম্প্রদায় অধিকতর বড় যালিম ছিল- এ কথাটি জানানোর জন্য। বাকি **১৫**টি স্থানে আযলামু (**اظلم**) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' কে তা জানানোর জন্য। ঐ **১৫**টি স্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলার কারণে দু'ধরনের ব্যক্তিদের 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলা হয়েছে-

১. যারা কুরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে ঐ আচরণ করছে
২. যারা কুরআনের জ্ঞান থাকার পর ঐ আচরণ করছে।

আর ঐ উভয় অবস্থানের ব্যক্তিদেরকে 'সবচেয়ে বড় যালিম' তথা 'সবচেয়ে বড় গুনাহগার' বলার কারণ বলা হয়েছে- তারা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো- এ দুই অবস্থানের ব্যক্তিদের মধ্যে কারা অধিকতর বড় যালিম তথা অধিকতর বড় গুনাহগার বলে গণ্য হবে? অর্থাৎ- কুরআন জানার পর কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তি অধিক বড় গুনাহগার বলে গণ্য হবে, নাকি কুরআন জানা না থাকার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা ব্যক্তি অধিক বড় গুনাহগার বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নটির উত্তর

জানা (জ্ঞান অর্জন করা) ও মানা (আমল করা) দু'টি ভিন্ন ফরজ। Common sense অনুযায়ী-

১. যে জানে কিন্তু মানে না তার জানার ফরজটি আদায় হয়েছে কিন্তু মানার ফরজটি আদায় হয়নি। তাই, তার একটি ফরজ অমান্য করার গুনাহ হবে। অন্যদিকে যে জানে না তাই মানতে পারে না তার দু'টি ফরজের একটিও আদায় হয়নি। তাই, তার দু'টি ফরজ অমান্য করার গুনাহ হবে।

২. যার জানা আছে সে আজ না মানলেও কাল, কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর মানতে পারবে। কিন্তু যার জানা নেই সে কোনোদিন মানতে পারবে না।

৩. জানার পর না মানা অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে জানার বিষয়ে অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। অন্য দিকে না জানার কারণে না মানা অধিক গুনাহ কথাটি মানুষকে জানতে বাধ্য করে।

তাই, Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- না জানার কারণে না মানা, জানার পর না মানা থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। অতএব, Common sense- এর আলোকে সহজে বলা যায়- না জানার কারণে কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করা বা কুরআনের আয়াতকে মিথ্যা বলা, জানার পর ঐ আচরণ করার থেকে দ্বিগুণ গুনাহ। আর এ গুনাহ হওয়ার মূল কারণ হলো- কুরআন না জানা তথা কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

তাই, আযলামু (اظلم) শব্দটি ধারণকারী কুরআনের ১৫টি আয়াতের তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-৩

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অনুবাদ: যে আল্লাহর সাথে শিরক করলো সে অতিবড় এক গুনাহ রচনা করলো।

(আন-নিসা/৪ : ৪৮)

ব্যাখ্যা: এর আয়াতাংশ থেকে সরাসরি জানা যায়- শিরক করা অতিবড় গুনাহ। সবচেয়ে বড় গুনাহ নয়।

তথ্য-৪

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

অনুবাদ: বলো যারা জানে (জ্ঞানী) আর যারা জানে না (অজ্ঞ) তারা কি সমান হতে পারে?

(যুমার/৩৯ : ০৯)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রশ্নের উত্তরের প্রবাহচিত্র-

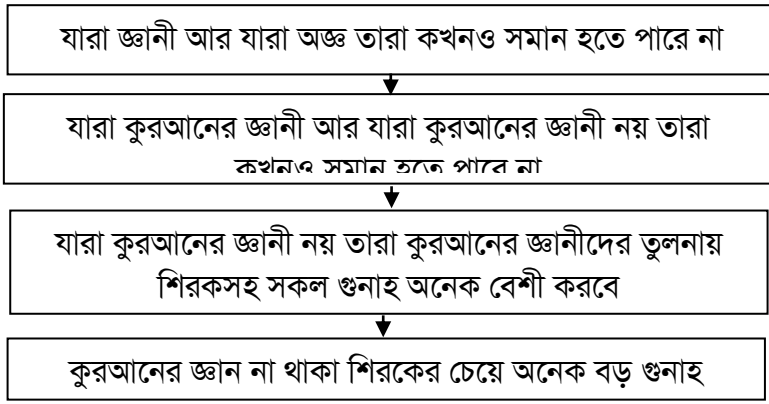

তাই, এ আয়তের আলোকে বলা যায়- কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ।

তথ্য-৫

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.

অনুবাদ: বলো- অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কি সমান? তবে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো না?

(আন্'আম / ৬ : ৫০ এবং কুরআনের আরো অনেক স্থানে)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে থাকা প্রশ্নের উত্তরের একটি প্রবাহচিত্র-

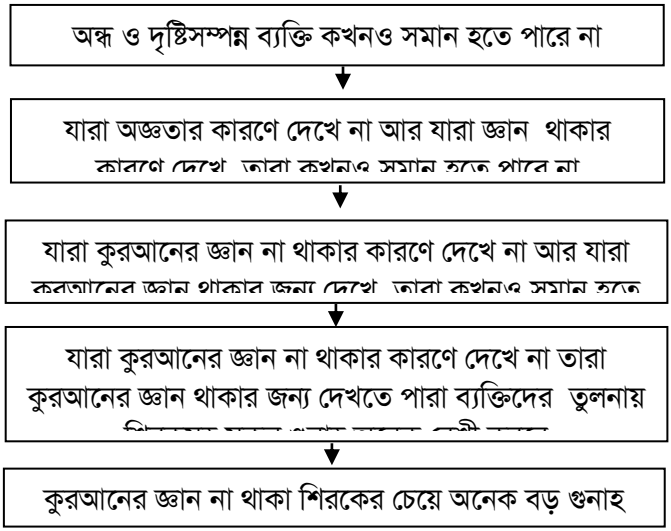

এ আয়তের আলোকেও বলা যায়- কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ।

আয়াতখানির শেষে 'তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?'- প্রশ্নটির মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে তিরষ্কার করেছেন। এ তিরষ্কারের কারণ হলো- আয়াতখানির বক্তব্য ব্যাখ্যা করে শিরকের তুলনায় কুরআনের জ্ঞান না থাকা অনেক বড় গুনাহ বিষয়টি বুঝা অত্যন্ত সহজ। এখানে আল্লাহ তা' য়ালা কর্তৃক মানুষকে তিরষ্কারের কারণ হলো- মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে Common sense নামের জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। আর ঐ শক্তিটির কারণে মানুষ অন্য সৃষ্টির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সে মানুষ এত সহজ একটি বিষয় কেন বুঝতে পারবে না? তাই, বলা যায়- এ আয়াত ব্যাখ্যা করে কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ, বিষয়টি যারা বুঝতে বা মানতে পারবেনা তাদেরকে আল্লাহর তিরষ্কারের সম্মুখীন হতে হবে।

তথ্য-৬

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে।

(ফাতির/৩৫ : ২৮)

ব্যাখ্যা: আয়াতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা হয়েছে- মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারা আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহকে যে ভয় করে সে গুনাহ তথা শিরকসহ সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের জ্ঞানী তারা শিরকসহ সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকবে। অন্যদিকে যারা অজ্ঞ তারা শিরকসহ অনেক গুনাহ করে যেতে থাকবে। সহজে বলা যায়- কুরআনের জ্ঞান থাকা ও না থাকা ব্যক্তিদের ব্যাপারে বিষয়টি অধিক প্রযোজ্য হবে। তাই, এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়- কুরআনের জ্ঞান না থাকা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ।

তথ্য-৭

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

অনুবাদ: পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (ঝুলে থাকা সদৃশ বস্তু) থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে জানতো না।

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা: এ পাঁচখানি আয়াত রাসূল (সা.) এর উপর প্রথম নাযিল হয়। এরপর বেশ কয়েক মাস, কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী কমপক্ষে ছয় মাস কুরআনের কোনো আয়াত নাযিল হয় নাই। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় রাসূল (সা.), তাঁকে রাসূলদের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে মনে করে অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। আয়াত পাঁচখানি নাযিলের পর কয়েকমাস কুরআন নাযিল না হওয়ার দু'টি ব্যাখ্যা হলো-

১. রাসূল (সা.)কে ওহী গ্রহণে অভ্যস্ত করা
২. আয়াতখানির শিক্ষা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তাই, তা বুঝতে সময় দেয়া।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বেশী গ্রহণযোগ্য। কারণ, দ্বিতীয় ওহীর পরের ওহীগুলোর মধ্যকার সময় এতো অধিক ছিল না। আর কোনো বিষয় প্রথমবার পেয়ে বা ব্যবহার করে মানুষ সেটিতে অত্যস্ত হতে পারে না।

তাহলে আল কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম শব্দটি হলো 'পড়'। অর্থাৎ 'জ্ঞান অর্জন করো'। এটি একটি আদেশমূলক কথা। তাই আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া প্রথম আদেশ হলো জ্ঞান অর্জন করার আদেশ। আর জ্ঞান অর্জন করার আদেশ দেয়ার পর আল্লাহ যে শব্দ ও বাক্যগুলো পড়তে বলেছেন তা কুরআনের শব্দ ও আয়াত। অন্য যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় তা হলো- আয়াত পাঁচখানিতে জ্ঞান ও জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

তাই আয়াতখানির আলোকে সহজে বলা যায়- কুরআনের মাধ্যমে জানানো আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ। বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে- কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেই আল্লাহ তাঁর প্রথম নির্দেশ হিসেবে এ কথাটিকে বেছে নিয়েছেন।

তথ্য-৭

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

অনুবাদ: যখন কুরআন পাঠ করবে (পাঠ আরম্ভ করবে) তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে (শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে) আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

(নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ সালাত, সিয়াম বা অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে উপদেশও দেননি। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি কুরআন পড়া

শুরু করার সময় শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে আদেশ দিয়েছেন। তাই, জানার পরও কেউ যদি কুরআন পড়া আরম্ভ করার আগে আউজুবিল্লাহ না পড়ে তবে তার আল্লাহর আদেশ অমান্য করার গুনাহ তথা কবীরা গুনাহ হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন- সালাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমল থেকে দূরে সরানো শয়তানের কাজ। তবে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানো শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ। তাই, আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন তবে কুরআন পড়েও কেউ কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে না।

যেটি শয়তানের সবচেয়ে বড় কাজ সেটিই সবচেয়ে বড় গুনাহ। তাই, মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন, সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা।

তথ্য-৮

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا.

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার গুনাহকে ক্ষমা করেন না, আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন; যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড় এক গুনাহ রচনা করলো। (নিসা/৪ : ৪৮)

অসতর্ক ব্যাখ্যা: শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশী প্রচারিত কুরআনের দলিল হলো সূরা লুকমানের ১৩নং আয়াতখানি, যেটি নিয়ে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আর শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার পক্ষে প্রচারিত হওয়া কুরআনের ২নং দলিল হলো এ আয়াতখানি। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত নীতিমালাকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করলে এ আয়াত থেকে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছা কোনোভাবে সম্ভব নয়।

আয়াতখানি **অসতর্ক ব্যাখ্যায়** শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার সিদ্ধান্তে যেভাবে পৌঁছান হয়েছে-

১. আল্লাহ এখানে বলেছেন তাঁর সাথে শরীক করার গুনাহকে তিনি মাফ করেন না। আর শিরক ব্যতীত অন্য সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায় শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

২. আয়াতখানির 'এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন' অংশের ব্যাখ্যা ধরা হয়েছে- পরকালে আল্লাহ শিরক ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যাকে চান ক্ষমা করবেন না। তাই, এখান থেকেও জানা যায় শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

আয়াতখানির প্রচলিত ও অসতর্ক ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণসমূহ-

১. আয়াতখানির শেষাংশের বক্তব্য হলো 'যে আল্লাহর সাথে শরিক করলো সে অতিবড় এক গুনাহ রচনা করলো'। অর্থাৎ আয়াতখানির শেষাংশের মাধ্যমে নিশ্চয়তা সহকারে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে- শিরক অতিবড় গুনাহ। সবচেয়ে বড় গুনাহ নয়। এ বক্তব্য সূরা লুকমানের **১৩**নং আয়াতের বক্তব্যের সম্পূরক। তাই, আলোচ্য আয়াতখানির প্রথম অংশের বক্তব্য ব্যাখ্যা করে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ হওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছার কোনো সুযোগ নেই।

২. অসতর্ক ব্যাখ্যায় মাফ হওয়া না হওয়াকে গুনাহ বড় বা ছোট হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড ধরা হয়েছে। মাফ হওয়া না হওয়া যদি গুনাহ বড় বা ছোট হওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হয় তবে মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ শিরকের চেয়ে বড় গুনাহ হবে। কারণ, শিরক তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় কিন্তু মানুষের হক ফাঁকি দেয়ার গুনাহ তাওবায় মাফ হবে না যদি হক আগে ফেরত দেয়া না হয়।

৩. অসতর্ক ব্যাখ্যার একটি সিদ্ধান্ত হলো- পরকালে আল্লাহ শিরক ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করবেন। আর যাকে চান ক্ষমা করবেন না। এ তথ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ হলো- অন্য কবীরা গুনাহ মাফ হওয়া না হওয়ার আইন আল্লাহ পরকালে নির্ধারণ করবেন। এটি হলে পরকালের বিচার ন্যায় বিচার হবে

না। কারণ, ন্যায় বিচারের জন্য আইন অবশ্যই ঘটনা ঘটার পূর্বে (Pre-facto) তৈরী করতে হবে। পরে (Post-facto) নয়।

আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যা:

আয়াতখানির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য যে বিষয়গুলো আগে জানা থাকতে হবে-

ক. কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) **১** ও **২** নং নীতিমালা
খ. শিরকসহ যেকোনো বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে যে সকল মাত্রার গুনাহ হওয়া সম্ভব
গ. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ
ঘ. গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা
ঙ. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা
চ. তাওবা করলে শিরকের গুনাহ সাওয়াবে পরিণত হয়ে যায়।

বিষয়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য

ক. কুরআন ব্যাখ্যার (তাফসীর) ১ ও ২ নং নীতিমালা-

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই
২. একটি বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)' (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

খ. শিরকসহ যেকোনো বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে যে সকল মাত্রার গুনাহ হওয়া সম্ভব

নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে সে গুনাহর মাত্রা নির্ভর করে ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রার উপর। তাই একটি বড় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচ ধরনের অবস্থা হতে পারে। যথা-

১. নিষিদ্ধ কাজটির সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোনো গুনাহ হবে না
২. নিষিদ্ধ কাজটির প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে ছগীরা গুনাহ হবে
৩. নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্ব বা পরিমাণের তুলনায় মধ্যম (৫০%) মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) মাত্রার গুনাহ হবে
৪. প্রায় না থাকার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে
৫. কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা না থাকলে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- ‘গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ’ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

তাই, ইসলামে শিরক করলে গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পাঁচটি অবস্থান হতে পারে। যথা-

১. কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হতে পারে
২. সাধারণ কবীরা গুনাহ হতে পারে
৩. মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ হতে পারে
৪. ছগীরা গুনাহ হতে পারে
৫. কোনো গুনাহ নাও হতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে- ‘গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ’ (গবেষণা সিরিজ-২২) নামক বইটিতে।

গ. গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ-

১. তাওবা
২. নেক আমল
৩. দোয়া
৪. শাফায়াত

ঘ. গুনাহ মাফ হওয়ার নীতিমালা-

- তাওবার মাধ্যমে সকল ধরনের গুনাহ মাফ হয়
- কবীরা গুনাহ তাওবা ভিন্ন অন্যকোনো উপায়ে মাফ হয় না
- শাফায়াতের মাধ্যমে মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ মাফ হয়
- নেক আমলের মাধ্যমে শুধু ছগীরা গুনাহ মাফ হয়
- অন্যের দোয়ায় কবীরা গুনাহ মাফ হয় না।

গুনাহ মাফ হওয়ার উপায় ও নীতিমালা নিয়ে বিস্তারিত আলোচন আছে- 'গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ' (গবেষণা সিরিজ-২২) এবং 'কবীরা গুণাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কিনা' (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বই দু'টিতে।

ঙ. 'আল্লাহর ইচ্ছা' কথাটির অর্থ-

আল কুরআনের অনেক আয়াতে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন'। এ ধরনের আয়াত থেকে অনেকে মনে করেন যে, গুনাহ মাফ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এ ধরনের ব্যাখ্যা যে সঠিক নয় তা Common sense-এর আলোকেও সহজে বোঝা যায়। কোনো অপরাধের জন্য দেয়া শাস্তি ন্যায় বিচার হতে হলে সে শাস্তির বিষয়টি তথা আইনটি অপরাধ সংঘটনের আগে তৈরী হতে হবে এবং তা মানুষকে জানিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশে এটিই বিধান। মহান আল্লাহ সর্বাধিক ন্যায় বিচারক সত্তা। তাই আল্লাহর এ বিধান অমান্য করার কথা নয় এবং তিনি তা করেনওনি। তাই, গুনাহ করার কারণে শাস্তি দিবেন কি দিবেন না, তা গুনাহর কাজটি সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করেন, এ কথা Common sense অনুযায়ীও সঠিক হতে পারে না।

আল কুরআনের যে সকল আয়াতে 'আল্লাহর ইচ্ছায়' কিছু হওয়ার কথা বলা আছে সেগুলোর বক্তব্য পাশাপাশি রেখে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় যে- অধিকাংশ স্থানে 'আল্লাহর ইচ্ছা' বলতে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার পূর্বে তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম (বিধি বিধান, নিয়ম-কানুন,

নীতিমালা ইত্যাদি) অনুযায়ী সংঘটিত হওয়া বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থ (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

চ. শিরকের গুনাহ তাওবা করলে সাওয়াবে পরিনত হয়ে যায়

এ তথ্যটি কুরআন থেকে যেভাবে জানা যায়-

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا . وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا . وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا . إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا . وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا .وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا. صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

অনুবাদ: আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন বোধশক্তিহীন লোকেরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, বিদায় (সালাম)। আর তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতি- পালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে। আর তারা বলে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত করুন; নিশ্চয় এর শাস্তি সর্বনাশা। নিশ্চয় বিশ্রামস্থল ও বাসস্থান হিসাবে তা খুবই নিকৃষ্ট। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না, বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে। আর তারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না, আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না; যে এরূপ করবে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায়

স্থায়িভাবে থাকবে। সে ছাড়া যে তাওবা করে, ঈমান দৃঢ় করে নেয় ও সৎকাজ করে, অতঃপর আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পরিবর্তন করে দেবেন নেকী দ্বারা; আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(ফুরকান /২৫ : ৬৩-৭০)

ব্যাখ্যা: রহমানের বান্দা তথা মু'মিনদের লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ আয়াতগুলোর বক্তব্য আরম্ভ করেছেন। আয়াত খানিতে প্রথমে বলা হয়েছে মু'মিনরা ৪টি বড় নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকে। কাজ ৪টি হলো-

১. কৃপণতা
২. আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকা তথা শিরক করা
৩. অন্যায় হত্যা
৪. ব্যভিচার

এরপর আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- যে সকল মু'মিন ঐ নিষিদ্ধ কাজগুলো করবে তাদেরকে দিগুণ শাস্তি পেতে হবে এবং অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে।

সবশেষে আয়াতখানিতে বলা হয়েছে- যারা আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো তথা শিরকসহ অন্য কবীরা গুনাহগুলো করার পর তাওবা করে, তাদের ঐ সকল গুনাহ শুধু মাফই করা হবে না, ঐ গুনাহ সওয়াবে পরিবর্তন করে দেয়া হবে। তাই, এ আয়াত থেকে নিশ্চিৎভাবে জানা যায়-যথাযথভাবে তাওবা করলে শিরকের গুনাহ নেকীতে পরিবর্তীত হয়ে যায়।

♣♣ উল্লিখিত তথ্যসমূহ সামনে রেখে চলুন সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতখানির কোন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে ও কোনটি গ্রহণযোগ্য হবে না তা পর্যালোচনা করা যাক-

প্রথম অংশের ব্যাখ্যা: প্রথম অংশের বক্তব্য হলো- 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না'।

এ অংশের যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না: এ অংশের ব্যাখ্যা যদি করা হয়- আল্লাহ শিরকের গুনাহ তথা শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা, মধ্যম বা ছগীরা কোনো ধরনের গুনাহ মাফ করেন না তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ- সূরা ফুরকানের ৭৩ ও ৭৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাওবার মাধ্যমে শিরকের গুনাহ শুধু মাফই হবে না সওয়াবে পরিবর্তীত হয়ে যাবে।

এ অংশের যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে: এ অংশের সঠিক ব্যাখ্যা হবে- আল্লাহ শিরকের সাথে সম্পর্কযুক্ত কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ করবেন না। এ ব্যাখ্যা অন্য সকল আয়াতের বক্তব্যের সাথে সম্পূরক হয় এবং কোনো আয়াতের বিপরীত হয় না। তাই, এ ব্যাখ্যা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা: দ্বিতীয় অংশের বক্তব্য হলো- 'আর এটা ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করেন'।

এ অংশের যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না: এ অংশের ব্যাখ্যা করে যদি বলা হয়- 'শিরক ভিন্ন অন্য সকল ধরনের গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিবেন বা শেষ বিচারের দিন সিদ্ধান্ত নিবেন কাকে মাফ করবেন এবং কাকে মাফ করবেন না, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ-

১. ঘটনা ঘটার পরে (Post-facto) আইন বানানোর কারণে এটি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী
২. কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন যে, শিরক বা অন্য কোনো কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত তিনি মাফ করবেন না
৩. আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের অনেক স্থানে পরিস্কারভাবে বলেছেন তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। অর্থাৎ কুরআনে যে সকল কথা আল্লাহ বলেছেন তার একটিরও বিপরীত কাজ তিনি দুনিয়া বা পরকালে অবশ্যই করবেন না।

এ অংশের যে ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে: আয়াতেকারীমার এ অংশের ব্যাখ্যা যদি করা হয়- আল্লাহ শিরক করার মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া কবীরা গুনাহ ভিন্ন অন্য ধরনের গুনাহ (শিরক সম্পর্কিত ছগীরা ও মধ্যম গুনাহ) তাঁর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেয়া বিধান অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া বা শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করে দিবেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ এ ব্যাখ্যা অন্য কোনো আয়াতের বিরোধী নয়।

তাই সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতখানির প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য হবে- নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক সম্পর্কিত কবীরা গুনাহ তাওবা ব্যতীত মাফ করেন না; আর শিরক সম্পর্কিত মধ্যম ও ছগীরা গুনাহ, তাঁর অতাৎক্ষণিকে ইচ্ছা তথা তাঁর জানিয়ে দেয়া বিধান (প্রোগ্রাম) অনুযায়ী নেক আমল, দোয়া, শাফায়াত ইত্যাদির মাধ্যমে যে মাফ

পাওয়ার যোগ্য হবে তাকে মাফ করে দেন; আর যে শিরক করলো সে অতিবড় এক গুনাহ রচনা করলো।

♦♦ আল কুরআনের এ সকল তথ্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে-

১. শিরক অতিবড় গুনাহ

২. কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

এ পর্যায়ে এসে সহজে বলা যায় যে- সবচেয়ে বড় গুনাহর ব্যাপারে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ২২ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী- কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই, নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো-

১. কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ

২. শিরক অতিবড় গুনাহ।

সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস

নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense ও কুরআনের তথ্যের আলোকে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তবে ঐ বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। এটি এ জন্য যে-

- যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয়ের অনুরূপ বা ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য হাদীসে অবশ্যই থাকবে। কারণ, সূরা নাহলের ১৬ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, রাসূল (সা.)-এর দায়িত্বই ছিল কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া।
- অন্যদিকে কুরআনের তথ্যের বিপরীত কথা কখনই রাসূল (সা.) এর কথা হতে পারে না। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সুরা হাক্কার ৪৪ নং আয়াতে।

তাই, নিশ্চিতভাবে বলা যায়-সবচেয়ে বড় গুনাহর ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস তথা শিরক অতিবড় গুনাহ আর কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ-এ কথাটি সমর্থনকারী হাদীস উপস্থিত আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে দু'একটি হাদীস খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে হাদীসের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। হাদীসের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধাতে পৌছাতে হলে হাদীস থেকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি অবশ্যই জানতে হবে।

হাদীস পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি চারটি-

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে
৩. হাদীস Common sense-এর সর্বসম্মত রায়ের বিরোধী হবে না
৪. হাদীস বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) এবং **'সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বোঝায় কী?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বই দু'টিতে।

মূলনীতিসমূহ মনে রেখে চলুন এখন কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ–এ বক্তব্য ধারণকারী কিছু হাদীস নিয়ে আলোচনা করা যাক-

হাদীস-১

أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: " قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ . قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ.

অনুবাদ: *ইমাম মুসলিম (রহ.), ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল হামীদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.) কে বলতে শুনেছি- রসূলুল্লাহ (স.) **বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ)** সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা তাঁকে বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা। (অতপর তিনি বললেন), এখন কি আমি সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তা তোমাদের বলবো? তিনি বলেন, তা হচ্ছে মিথ্যা বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা, তিনি বলেছেন 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া'।

- *হাদীসখানির সনদ ও মতন সহীহ*

- *সহীহ মুসলিম, আবূল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী (আল-কাহিরাহ: দারু ইবনু হাজম, ২০১০ খ্রী.), كِتَابُ الْإِيمَانِ (ঈমান অধ্যায়), بَابُ بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا (কবীরা গুনাহ ও সবচেয়ে বড় গুনাহ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৪৪, পৃ. ৩৭।*

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) **বড় গুনাহ** কোনগুলো এবং **সবচেয়ে বড় গুনাহ** কি তা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি শিরক করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করাকে বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) বলেছেন। আর মিথ্যা প্রচার করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়াকে সবচেয়ে বড় গুনাহ বলেছেন।

ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনের বিপরীত সকল কথাই মিথ্যা। তাই, হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন যে- কুরআনের বিপরীত কথা বলা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ। অন্যদিকে কুরআন না জানার কারণে কুরআনের বিপরীত কথা বলা কুরআন জানার পর বিপরীত কথা বলার থেকে দ্বিগুণ গুনাহ (বিষয়টি নিয়ে ৩৯ নং পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে)। কারণ, যে ব্যক্তির কুরআনের জ্ঞান আছে তার পক্ষে ভুলক্রমে কুরআনের বিপরীত দু-একটি কথা বলা বা কাজ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে সারা জীবন, মনের অজান্তে, নিজ কথা ও কাজের মাধ্যমে, শিরক ও অন্য বিষয়ে কুরআনের বিপরীত অনেক কথা প্রচার করবে। আর এর মাধ্যমে সে মানব সমাজ ও তার নিজের ব্যাপক ক্ষতি করবে। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী সহজে বলা যায়- কুরআন না জানা শিরকের চেয়ে অনেক বড় গুনাহ।

আবার হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) বড় গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হিসেবে শিরক করা, অবৈধভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করার নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এ তিনটির মধ্যে শিরক করাকে তিনি প্রথমে উল্লেখ করেছেন। অন্য হাদীসেও তিনি এরকমটি করেছেন। তাই, এ তিনটি বড় গুনাহর মধ্যে শিরক অধিকতর বড় (অতিবড়) এ কথা বলা যেতে পারে।

তাই, হাদীসখানির আলোকে জানা যায় যে-

- শিরক অতিবড় গুনাহ
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

হাদীস-২

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 'صحيحه' حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الوَاسِطِيُّ، عَنِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ " فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ.

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.), আবু বাকরা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসহাক থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু বাকরা (রা.) তার বাবা থেকে শুনে বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন- সবচেয়ে বড় গুনাহ কি, আমি কি তোমাদের তা অবহিত করবো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে রসূল (স.)। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়া। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি এ কথাগুলো হেলান দেওয়া অবস্থায় বলছিলেন। অতপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন: সাবধান! আর মিথ্যা কথা বলবে না। তিনি এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, আহ! তিনি যদি এখন চুপ করতেন!

- *হাদীসখানির সনদ ও মতন সহীহ*
- *সহীহুল বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল্-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), كِتَابُ الأَدَبِ (শিষ্টাচার অধ্যায়), بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ (বাবা মায়ের অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ৫৯৭৬, পৃ. ৭২৩।*

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) তিনটি বিষয়কে সবচেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয় তিনটি হল- শিরক করা, মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়া এবং মিথ্যা প্রচার করা। প্রথম দু'টি বিষয় রাসূল (সা.) হেলান দেয়া অবস্থায় বলেন। কিন্তু **'মিথ্যা কথা প্রচার করা'**

কথাটি বলার সময় তিনি সোজা হয়ো বসেন। আর কথাটি তিনি এতবার উচ্চারণ করেন যে সাহাবায়েকেরাম কামনা করছিলেন রাসূল (সা.) কথাটি বলা বন্ধ করুক। এ বর্ণনাভঙ্গি (Body language) থেকে সহজে বুঝা যায় হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) **মিথ্যা প্রচার করাকে** সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ মিথ্যা কথা প্রচার করাকে অন্য দু'টির (শিরক করা, মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়া) চেয়ে বড় গুনাহ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

তাই ১ নং তথ্যের হাদীসখানির ন্যায় এ হাদীসখানি ব্যাখ্যা করেও বলা যায় যে-

- শিরক অতিবড় গুনাহ
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

হাদীস-৩

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ العَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.), আবু সাঈদ (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু সাঈদ (রা.) হতে বলেন, রসূল (স.) বলেছেন, আমার রব বলেন যারা কুরআন (অধ্যয়ণ, গবেষণা ও দাওয়াত) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার নিকট দোয়া করার সুযোগ পায় না আমি তাদের দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দিব। **আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম।**

- *হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ*

- *সুনানুত তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১২ খ্রী.), أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (রসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ (পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯২৬, পৃ. ৫১৩।*

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির শেষে বলা হয়েছে- কুরআনের মর্যাদা অন্য কালামের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য, আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। আল্লাহ ও অন্য সৃষ্টির মধ্যকার মর্যাদার পার্থক্য অপরিসীম। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী- কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সওয়াব অন্য সকল আমলের চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশী। তাহলে হাদীসখানির আলোকে এটিও বলা যায়- কুরআনের জ্ঞান না থাকার গুনাহর বড়ত্বের মাত্রা, শিরক ও অন্য গুনাহর বড়ত্বের মাত্রা চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশী।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.), ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল থেকে শুনে তাঁর হাদীস' গ্রন্থে লিখেছেন-* ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শেখায়।

- *ইমাম বুখারী (রহ.)-এর শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ সহীহ*
- *সহীহ আল-বুখারী, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.), কুরআনের ফজিলত অধ্যায় (كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ), তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচে' উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে তা শেখায় পরিচ্ছেদ, (بَابُ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ), হাদীস নং ৫০২৭, পৃ. ৬২৪।*

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন যে, যার কুরআনের জ্ঞান আছে এবং অপরকে তা শিখায় সে হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যক্তি। অর্থাৎ সে সবচেয়ে বেশী সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি। কারণ সে সঠিক আমল করতে পারবে। কুরআন অপরকে শিখাতে হলে প্রথমে নিজে কুরআন জানতে হবে। তাহলে এ হাদীস অনুয়ায়ী কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড় ফরজ।

কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াবের কাজ বা সবচেয়ে বড় ফরজ হলে কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এর কারণ হলো যার কুরআনের জ্ঞান নেই সে শিরকসহ অনেক বড় গুনাহ করে যেতে থাকবে।

তাহলে এ হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, কুরআনের জ্ঞান থাকা সবচেয়ে বড় সাওয়াব বা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

হাদীস-৫

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مَنْ اَلْفِ عَابِدٍ.

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, একজন ফকিহ শয়তানের নিকট হাজারো আবেদ অপেক্ষা অধিক (ভয়ের কারণ)।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: ইবনে মাজাহ, হাদীস নং-২২২; তিরমিযি)

ব্যাখ্যা: ফকিহ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামের গভীর তথা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ইসলামের একমাত্র নির্ভুল ও পরিপূর্ণ গ্রন্থ হলো আল কুরআন। তাই ইসলামের গভীর (সঠিক) জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি তিনিই হবেন যার কুরআনের গভীর জ্ঞান আছে। আর কুরআনের গভীর জ্ঞানী হতে হলে তার হাদীসের ভাল জ্ঞান এবং কুরআনে উল্লেখ থাকা সকল (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল ইত্যাদি) বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

তাহলে বলা যায় যে, এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের সঠিক জ্ঞানী ইবাদাতকারী ব্যক্তিকে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা ইবাদাতকারী ব্যক্তির তুলনায় শয়তান অনেক বেশী ভয় পায়। কারণ, কুরআনের সঠিক জ্ঞান থাকা ব্যক্তিকে ধোঁকা দেয়া কঠিন।

যে ধরনের ব্যক্তিকে শয়তান সবচেয়ে বেশী ভয় পায় সে ধরনের ব্যাক্তি যেন তৈরী হতে না পারে সেটিই শয়তান সবচেয়ে বেশী চাইবে, এটি সহজবোধগম্য একটি কথা। তাই শয়তান সবচেয়ে বেশী চায় মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখতে।

যেটি শয়তান সবচেয়ে বেশি চায় সেটিই হবে সবচেয়ে বড় গুনাহ, এটি বুঝাও কঠিন নয়। তাই এ হাদীসখানির মাধ্যমেও রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

তথ্য-৬

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ، عَنْ أَبِي المُخْتَارِ الطَّائِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي الحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنِ الحَارِثِ، قَالَ: مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ». فَقُلْتُ: مَا المَخْرَجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، [ص:] وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن:] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ: *ইমাম তিরমিযী (রহ.), হারেস (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত, তখন আমি আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে। তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই ফিতনা (ভুল তথ্য) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, **তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালা দানকারী** এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর **যে ব্যক্তি তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন**। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং সহজ ও সরল পথের দিকনির্দেশনা দানকারী, যা দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দ্বারা আলেমগণ তৃপ্তি লাভ করে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনলো তখনই সাথে সাথে তারা বলল- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করলো, সওয়াব প্রাপ্ত হল, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করলো সে ন্যায়-বিচার করলো, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

- *হাদীসখানির সনদ ও মতন সহীহ*
- *সুনানুত তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১২ খ্রী.), أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (রসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের*

ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ (কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিতে থাকা পুস্তিকার আলোচ্য বিষযের সাথে সম্পর্কিত তথ্যগুলো হলো-

ক. কুরআন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফয়সালাকারী। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. যে ব্যক্তি কুরআনের হিদায়েত ছাড়া অন্য হিদায়েত সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। অর্থাৎ কুরআনের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল নয় এমন কোনো বক্তব্য অন্য কোনো গ্রন্থ বা ব্যক্তি থেকে গ্রহণ ও অনুসরণ করলে ব্যক্তি ভুল পথে চলে যাবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন।

তাই, এ হাদীসখানি থেকে বুঝা যায় যে, একজন মানুষকে জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হলে এবং সঠিক আমল করতে হলে প্রথমে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই, এ হাদিসখানি অনুযায়ীও কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বড় ফরজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ।

♣♣ এগুলোসহ আরো হাদীসের বক্তব্য থেকে নিশ্চতভাবে জানা যায় যায় যে-

- শিরক অতিবড় গুনাহ
- কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ

তাহলে দেখা যায় যে সবচেয়ে বড় গুনাহর বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়ের সমর্থনকারী অনেক হাদীস উপস্থিত আছে।

সবচেয়ে বড় গুনাহগার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুরআনের যে পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে, সবচেয়ে বড় গুনাহগার না হওয়ার জন্য কুরআনের কি পরিমাণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন? চলুন জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এখন এ বিষয়টি জানা যাক।

Common sense

কোনো বিষয়ের সকল মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বক্তব্য যদি একটি গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে তবে Common sense এর সর্বসম্মত রায় হবে ঐ বিষয়টি পালন করে সফল হতে হলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই পুরো গ্রন্থটি পড়ে সকল মূল তথ্য জেনে নিতে হবে। কারণ, মূল জ্ঞান ও আমলে ভুল থাকলে অন্য সকল সঠিক আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইসলামের সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় ছড়িয়ে আছে পুরো কুরআন জুড়ে। তাই Common sense এর সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী একজন মুসলমানের জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে তাকে অবশ্যই পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। দু'চারটি বা কয়েকটি সূরা মুখস্থ থাকলে বা তার বক্তব্য জানা থাকলে চলবে না।

জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাহলে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- একজন মুসলমানকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ

অনুবাদ: তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না; আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে।

(বাকারা/২ : ৮৫)

ব্যাখ্যা: জ্ঞান না থাকলে বিশ্বাসের বস্তুটি অনুপস্থিত থাকে বলে বিশ্বাসও তৈরী হয় না। আবার বিশ্বাস না থাকলে জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। অন্যদিকে কোনো ব্যক্তি মনে-প্রাণে কিছু বিশ্বাস করলে তা তার আমলে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই আল্লাহ এখানে বলছেন, যারা কুরআনের কিছু জানে, বিশ্বাস করে ও অনুসরণ করে আর কিছু জানে না, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করে না, তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে যথাক্রমে লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানকে কুরআনের পুরোটাই জানতে হবে, বিশ্বাস এবং অনুসরণ করতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۚ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

অনুবাদ: নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের নিকট মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো; আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এজন্যে তিনি তাদের সকল আ'মল নিষ্ফল করে দেবেন।

(মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাবের মাধ্যমে হেদায়েত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে ফিরে যায় তাদের কিছু অবস্থা বলেছেন। আর দ্বিতীয় আয়াতটিতে এই ফিরে যাওয়া

বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দিয়েছেন। ফিরে যাওয়া বলতে বুঝানো হয়েছে- জীবনের কিছু কিছু ব্যাপারে আল্লাহর কিতাবের বক্তব্যকে অনুসরণ করা আর কিছু কিছু ব্যাপারে অন্য কারো (গায়রুল্লাহ্) কথা অনুসরণ করা। এই ধরনের আচরণের ব্যাপারে এ আয়াত ক'টিতে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে, ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকালে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্যে মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে তাদের জর্জরিত করবে
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা
৪. ঐ রকম আচরণের জন্যে তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

কোনো বিষয় অনুসরণ করতে হলে আগে তা জানতে হবে। এ আয়াত ক'টির তথ্যগুলো থেকেও তাই স্পষ্ট বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া কিতাবের কিছু জানলে আর কিছু না জানলে পুরো জীবনটাই দুনিয়া ও পরকালে বিফলে যাবে।

♣♣ তাহলে আলোচ্য বিষয়ের প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো- একজন মুসলমানকে পুরো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাই, সবচেয়ে বড় গুনাহগার না হওয়ার জন্য একজন মুসলিমের পুরো কুরআনের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

আল কুরআনের যে অনুবাদ বা তাফসীর পড়তে হবে

অধিকাংশ মুসলিম অনুবাদ বা তাফসীর পড়ে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে। যে অনুবাদ বা তাফসীর গ্রন্থটি পড়া হচ্ছে তাতে যদি দুর্বলতা থাকে তবে তা পড়ে ইসলামের সঠিক ধারণাতো পাওয়া যাবেই না

বরং উল্টোটি (ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা) সৃষ্টি হতে পারে। তাই দুর্বলতামুক্ত অনুবাদ বা তাফসীর গ্রন্থটা বেছে নেয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব হলে ভালো মানের দু'তিনটি তাফসীর (অন্তত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর ব্যাখ্যার জন্য) দেখা ভালো। সঠিক অনুবাদ বা তাফসীর গ্রন্থটি নির্বাচন করতে হলে যে সকল বিষয়ের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে সেগুলো হলো–

১. মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের বৈশিষ্ট্য
   ১.১ মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের কুরআনের জ্ঞানের পরিধি
   ১.২ মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান
   ১.৩ মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের আমল
২. সম্পাদনা পরিষদ
৩. অনুবাদ বা তাফসীর যুগের জ্ঞানের আলোকে হওয়া এবং সংস্করণ হওয়া

চলুন এখন এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে জেনে নেয়া যাক-

১.১ মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের কুরআনের জ্ঞানের পরিধি

মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারীকে অবশ্যই কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হতে হবে। আর এ খেতাব লাভের জন্য প্রথমে তাকে পুরো কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সেখানে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, উপাসনা, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব বক্তব্য বা তথ্য আছে তা জানতে হবে। এরপর তাকে অন্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তার যুগ পর্যন্ত ঐ সবক'টি দিকে আবিষ্কৃত এবং প্রতিষ্ঠিত মৌলিক তথ্যগুলো জানতে হবে। অতঃপর তাকে ঐ দিকগুলোর কোনো একটি নিয়ে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যার কুরআনে উল্লেখিত মানব জীবনের কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে, তার যুগ পর্যন্ত আবিষ্কার হওয়া প্রতিষ্ঠিত মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে সে কুরআনের জ্ঞানী ব্যক্তি নয়। তাই তার করা অনুবাদ বা তাফসীর যথাযথ হবে না। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

১.২ মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান

কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর সরাসরি করতে হলে ব্যক্তির অবশ্যই আরবী ভাষা ও গ্রামারের ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। তবে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি খেয়াল না রাখলে আরবী ভাষা ও গ্রামারের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ অনুবাদ ও তাফসীর করতে ব্যর্থ হবেন। কুরআনের জ্ঞান অর্জনের মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে ২৮-২৯নং পৃষ্ঠায়।

১.৩ মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের আমল

কুরআনে বর্ণিত কোনো একটি মূল বিষয় না মানলে বা জীবন বাঁচানোর কারণ ছাড়া পালন না করলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের জীবন ব্যর্থ হবে- এ কথা আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন সূরা বাকারার ৮৫নং এবং সূরা মুহাম্মাদের ২৫-২৮ নং আয়াতে। সুতরাং যদি কোনো অনুবাদ বা তাফসীরকারীর ঐ ধরনের দুর্বলতা থাকে তবে তার অনুবাদ বা তাফসীর গ্রহণ করা যথার্থ হবে না।

অন্যদিকে কুরআন একটা বই আকারে একবারে রাসূল (সা.) এর নিকটে পাঠানো হয়নি। রাসূল (সা.) তাঁর ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনে ইসলামকে বিজয়ী করার যে প্রাণপণ সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন সেই সংগ্রামের প্রতি মুহূর্তে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য কুরআন অল্প অল্প করে ২৩ বছর ধরে রাসূল (সা.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কুরআনের মতো একটা ব্যবহারিক কিতাবের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে হলে তাফসীরকারককে অবশ্যই ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। অথবা যে স্থানে ইসলাম বিজয়ী আছে সেখানে ইসলামকে বিজয়ী রাখার কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকতে হবে। তা না হলে কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য কোনোমতেই তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন না এবং তার সঠিক তাফসীরও (ব্যাখ্যাও) করতে পারবেন না। যে ব্যক্তির এই গুণ নেই তাঁর তাফসীর হবে ঐ ব্যক্তির চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়ে ব্যাখ্যা লেখার মতো যিনি কখনো বাস্তব কাজের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখেনি এবং বাস্তবে চিকিৎসা বিদ্যার মূল কাজগুলো করেন না। পৃথিবীর যে কোনো ব্যবহারিক গ্রন্থের ব্যাখ্যা লেখার জন্য এ গুণ অপরিহার্য।

তাই, যে অনুবাদ বা তাফসীরকারকের এ গুণটি নেই তার অনুবাদ বা তাফসীর অধ্যয়ন করাও যথার্থ হবে না।

২. সম্পাদনা পরিষদ

কুরআনে উল্লেখ আছে মানব জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ দিক। নবী-রাসূল (আ.) বাদে আর কারো পক্ষে ঐ সকল দিকের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। বর্তমান বিশ্বে বাস্তব কারণে চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে উচ্চতর বিশেষজ্ঞ (Super specialist) তৈরী করা হচ্ছে। কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীরের একটি সম্পাদনা পরিষদ (Editorial board) থাকতে হবে। যেখানে কুরআনে উল্লিখিত সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সদস্য থাকবেন। মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারক প্রয়োজনমত তাদের সাথে পরামর্শ করে অনুবাদ বা তাফসীর চূড়ান্ত করবেন। মূল অনুবাদ বা তাফসীরকারকের ইন্তেকালের পর নতুন এক ব্যক্তি তার স্থলাভিশিক্ত হবেন। সম্পাদনা পরিষদও এভাবে নবায়ন করতে হবে।

৩. অনুবাদ বা তাফসীর যুগের জ্ঞানের আলোকে হওয়া এবং সংস্করণ হওয়া

কুরআনের বক্তব্যসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানব সভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআনের কোনো কোনো বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝা বা ব্যাখ্যা করা যাবে না। অন্যকথায় মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে যে সব তথ্য বা জ্ঞান আবিষ্কৃত হবে তা যদি সঠিক হয়, তবে ঐ বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে বিষয়টি সম্পর্কে কুরআনেও তাই বলা আছে।

তাই, কুরআনে বিভিন্ন বিষয়ে যে ইঙ্গিত দেয়া আছে তা নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন আবিষ্কার হবে। আবার নতুন নতুন সঠিক আবিষ্কার অনুযায়ী কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে না পারলে কুরআনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। অন্যদিকে মানুষ যদি দেখে, নতুন নতুন সঠিক আবিষ্কারের সাথে কুরআনের বক্তব্য মিলে যাচ্ছে তবে কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস, ভক্তি বহু গুণে বেড়ে যাবে। এই বইয়ের তথ্যের উৎসের Common sense বিভাগে যে উদাহরণগুলো দেয়া হয়েছে সেগুলো বিবেচনা করলে উপরের বক্তব্য যে নিশ্চিতভাবে সত্য তাতে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না বলে আমার মনে হয়। তাই কুরআনের বক্তব্য নিয়ে গবেষণা

কিয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কুরআনের বক্তব্য ব্যাখ্যা করার সময় কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত কোনো বিষয়ের কোনো রকম পরিবর্তন করা চলবে না। কারণ, ঐ বিষয়গুলো এসেছে এমন সত্তার নিকট থেকে যাঁর সকল বিষয়ের তিন কালের পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে।

উপরের বক্তব্যগুলো জানার পর আশা করি সবাই একমত হবেন যে, নতুন নতুন সঠিক বা নির্ভুল আবিস্কারকে স্থান দিয়ে পৃথিবীর সকল ব্যবহারিক গ্রন্থের যেমন নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন সংস্করণ (New Edition) বের হয়, কুরআন নামক ব্যবহারিক গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারেও মুসলমিদের তাই করতে হবে। প্রত্যেক পাঠককে অনুবাদ ও তাফসীর নির্বাচন করার সময় দেখতে হবে অনুবাদ বা তাফসীরখানি যুগের জ্ঞানের আলোকে করা হয়েছে কিনা এবং সংস্করণ বের করা হয়েছে কিনা। মনে রাখতে হবে কুরআনের আরবী আয়াত কোনো দিন পুরাতন হবে না কিন্তু অনুবাদ ও তাফসীর পুরাতন হয়ে যাবে। তাই সকল পাঠককে অবশ্যই সর্বশেষ সংস্করণটি পড়তে হবে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে কুরআনের যে সব তাফসীর পৃথিবীতে আছে তার অধিকাংশের ব্যাপারে বলা যায়- তাফসীরটি প্রথমে লেখার সময় এবং পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে ৫০০ বা ১০০০ বছরের আগে তো দূরের কথা পাঁচ বছর আগে লেখা তাফসীরেও এমন অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে যা বিভিন্ন বিষয়ে (বিশেষ করে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়ে) বর্তমান সময়ের মানব সভ্যতার অর্জিত সঠিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এতে করে কুরআনের বিরুদ্ধবাদী লোকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারণা চালাবার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ বের করেছে এবং তার প্রথম সংস্করণও বের করেছে। পৃথিবীতে এটি প্রথম। ইনশাআল্লাহ যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে কিয়ামত পর্যন্ত এর সংস্করণ বের হতে থাকবে।

শিরকের সংজ্ঞা, শ্রেণী বিভাগ ও বর্তমান বিশ্বে শিরক করার ব্যাপকতা

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, শিরক কোনো ছোটখাট গুনাহ নয়। শিরক 'অতিবড়' একটি কবীরা গুনাহ। তাই সকল মুসলিমকে অবশ্যই শিরক থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আর শিরক করা থেকে মুক্ত থাকতে হলে আগে শিরক সম্বন্ধে জানতে হবে। তাই চলুন, শিরক সম্বন্ধে কিছু কথা এখন জেনে নেয়া যাক।

শিরকের সংজ্ঞা

শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই শিরকের সংজ্ঞা হলো- যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে, এ বিষয়টি কথা বা কাজের মাধ্যমে স্বীকার করা।

শিরকের শ্রেণীবিভাগ এবং বর্তমান মুসলিম সমাজে বিভিন্ন বিভাগের শিরকের ব্যাপকতা

শিরক চার ধরনের-

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক
২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক
৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক
৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করলে এ ধরনের শিরক করা হয়। মুসলমানরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত আছে বলা যায়।

২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক

যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা এ ধরনের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তার এ ধরনের গুণ আছে, এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। তাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোনো নবী-রাসূল (আ:), অলি-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমান কালের মুসলমানদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর তা অন্য কাউকে দেয়া বা তা পাওয়ার হক অন্য কারো আছে- এটি স্বীকার করা এ ধরনের শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সেজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোনো মাজার বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে শিরক করলো। এ ধরনের শিরক মুসলমানদের মধ্যে বর্তমানে কম হলেও আছে।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত-মউত, রিজিক, ধন-দৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেয়া এবং গুনাহ মাফ করার স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর নিকট থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি বিশ্বাস করে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা, জোর করে বা অনুরোধ করে ঐগুলো আল্লাহর নিকট থেকে এনে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নি:সন্দেহে আল্লাহর ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে। মানুষ ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পিছনে অর্থ-সম্পদ বা শ্রম তখনই শুধু ব্যয় করে যখন সে নিশ্চিত হয় যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিকট থেকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অবশ্যই এনে দিতে পারবে। তদ্রুপ, আল্লাহর নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ ইত্যাদি) নজর-নিয়াজ বা শ্রম (হাত-পা টিপা ইত্যাদি) মানুষ শুধু তখনই দেয়, যখন সে বিশ্বাস করে, ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আল্লাহর নিকট থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমানে মুসলমান সমাজে এই ধরনের শিরক কম-বেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

পবিত্র কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

অনুবাদ: হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এই আয়াত ও আরো আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোনো সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এই সব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্ট আইন দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেয়া কোনো স্পষ্ট আইনের পরিপন্থী হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তাকে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করলো।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক, যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা সব চেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সব ক'টিতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলমান সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশির ভাগ মুসলমান খুশি মনে মেনে চলছে বলে এটি চালু থাকতে পারছে। তাই না বুঝে হোক, আর বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান আজ এই শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। আর রাসূল (সা:) সেগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা আছে, এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থী কোনো আইন বানানোর ক্ষমতা কোনো সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার (কুফরীর) সাধারণ পর্যায়ের চেয়ে খারাপ পর্যায়। আর যে সব মুসলমান ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্যে ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো

আইন মেনে চলে, তারা নি:সন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও Common sense এর তথ্যগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায় যে, শিরক হলো অতিবড় গুনাহ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর তথ্যগুলোর আলোকে এ বিষয়টি শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড হলো প্রায় সব মুসলমান জানে শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা সকলের জন্য ফরজ নয়। এটি নফল আমলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল। তাই, কুরআনের জ্ঞান না থাকা তেমন কোনো গুনাহ নয়।

এক গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলমানদের মূল শিক্ষায় এটিসহ অনেক ভুল তথ্য ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণে পৃথিবীর এক সময়ের শ্রেষ্ঠ মুসলিম জাতি আজ চরম অধ:পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। কি পদ্ধতিতে এ ভুল ঢুকানো ও স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, 'যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢুকানো হয়েছে' (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামক বইখানিতে। এ ষড়যন্ত্রে শুধু মুসলমানদের ক্ষতি হয়নি। সমগ্র মানব সভ্যতা আজ এর ফল ভোগ করছে। ঐ ঢুকিয়ে দেয়া মৌলিক ভুল তথ্যগুলো এতো ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে যে তা সংস্কার করা ২-৪ জন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। অধিকাংশ মুসলমান যদি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে তবেই তা সম্ভব হবে। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারও ঈমানী দায়িত্ব এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা । মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সে শক্তি ও সামর্থ দিন এ দোয়া করি।

পুস্তিকায় কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানাবেন। সঠিক হলে তা শুধরিয়ে নেয়া হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বুঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেনো আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ না বুঝে কুরআন পড়া সওয়াব না গুনাহ?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেনো?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াত দ্বারা কবীরাহ গুনাহ বা দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরাহ গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড় গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

৩৪. কুরআনের সরল অর্থ জানা ও সঠিক ব্যাখ্যা বুঝার জন্য আরবী ভাষা ও গ্রামার, অনুবাদ, উদাহরণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গুরুত্ব

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা, যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৪টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৫. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থানঃ

❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন: ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরীগুলোতে পাওয়া যায়-

ঢাকা

❑ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, মোবা: ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
❑ প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা মোবাইল: ০১৭১১১৮৫৮৬
❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা, মোবাইল: ০১৬৭৪৯১৬৬২৮
❑ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা: ০১৭২৮১১২২০০
❑ **কাটাবন বুক কর্ণার**, কাটাবন মোড়, শাহাবাগ, মোবা: ০১৯১৮৮০০৮৪৯
❑ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা: ০১৭১১২৬২৫৯৬
❑ **Good World লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল: ০১৮৭৩১৫৯২০৪
❑ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা), সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা: ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮
❑ **জামির কোচিং সেন্টার**, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭

- ❑ **সালেহীন প্রকাশনী** ১৪-এ/৫, শহীদ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা: ০১৭২৪৭৬৬৬৩৫
- ❑ **সানজানা লাইব্রেরী** ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা মোবা: ০১৮২৯৯৯৩৫১২
- ❑ **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা: ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
- ❑ **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল: ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
- ❑ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়নগঞ্জ মোবা: ০১৯১৫০১৯০৫৬
- ❑ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, মোবাইল: ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
- ❑ **বিশ্বাস লাইব্রেরী**, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট) আইডিয়াল স্কুলের পাশে
- ❑ **এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, বাইতুল মোকাররম দক্ষিন গেইট, গুলিস্থান, ঢাকা মোবাইল:০১৭৮৭৭২০৮০৯
- ❑ **ইনসাফ লাইব্রেরী এ্যান্ড জেনারেল স্টোর**, আইডিয়াল স্কুল লেন, যাত্রাবাড়ী মোবাইল:০১৬৭৩৪৯৪৯১৯
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ষ্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল:০১৯১৩১৮৮৯০২

চট্টগ্রাম

- ❑ **আজাদ বুকস্**, ১৯ শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- ❑ **ফয়েজ বুকস্**, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা: ০১৮১৪৪৬৬৭৭২, ০১৮৬৪৪৬৯১৭৭
- ❑ **নোয়া ফার্মা**, নোয়াখালী, ০১৭১৬২৬৭২২৪
- ❑ **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ষ্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল: ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- ❑ **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী মোবাইল: ০১৮১৯৬০৭১৭০
- ❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- ❑ **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল: ০১৭১৫৯৮৮৯০৯

খুলনা

- ❑ **ছালেহিয়া লাইব্রেরী**, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা মোবাইল: ০১৭১১-২১৭২৮৮
- ❑ **তাজ লাইব্রেরী**, হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা, মোবাইল: ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- ❑ **হেলাল বুক ডিপো**, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। মোবাইল: ০১৭১১-৩২৪৭৮২

❑ **এটসেটেরা বুক ব্যাংক**, মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ, মোবা: ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
❑ **আরাফাত লাইব্রেরী**, মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, মোবাইল: ০১৭১২-০৬৩২১৮
❑ **আশরাফিয়া লাইব্রেরী**, এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল: ০১৯১১৬০৫২১৪

সিলেট

❑ **বুক হিল**, রাজা ম্যানশন, নিচতলা, জিন্দা বাজার, ঢাকা মোবাইল: ০১৯৩৭৭০০৩১৭
❑ **সুলতানিয়া লাইব্রেরী**, টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, মোবাইল: ০১৭৮০৮৩১২০৯
❑ **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ মোবাইল: ০১৭২৫৭২৭০৭৮
❑ **কুদরতিয়া লাইব্রেরী**, সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার, মৌলভীবাজার, মোবা: ০১৭১৬৭৪৯৮০০

রাজশাহী

❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, সাহেব বাজার, রাজশাহী মোবা: ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
❑ **আদর্শ লাইব্রেরী**, বড় মসজিদ লেন, বগুড়া, মোবা: ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
❑ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
❑ **আল বারাকাহ লাইব্রেরী**, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, মোবাইল:০১৭৯৩-২০৩৬৫২